সংবাদ

OCT. 17.2006

অভিমত

শিক্ষক ও শিক্ষার উন্নয়ন বিষয়ে কিছু কথা

প্রবোধ চন্দ্র সাহা

আমার ৪৫ বছর শিক্ষকতা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কিছু কথা না বলে পারছি না। শিক্ষক জাতির মেরুদণ্ড— এ কথা সর্বজন স্বীকৃত। বিশেষত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখে এ কথাটি বেশি শোনা যায়। তবে সে মেরুদণ্ড সোজা রাখতে কী প্রয়োজন, সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামান না। আমি মনে করি, শিক্ষকদের মেরুদণ্ড সোজা রাখতে হলে সর্বপ্রথম তাদের আর্থিক উন্নয়ন অপরিঃ

সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের বেতনবৈষম্য দূর করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ করতে হবে। শিক্ষক নিয়োগে সাম্প্রদায়িক মনোভাব পরিত্যাগ করতে হবে। শিক্ষকের গুণগতমানের প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে। বিজ্ঞানভিত্তিক একমুখী শিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনভাবেই সাম্প্রদায়িকতার স্থান দেয়া যাবে না। যথারীতি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ করতে হবে। পাঠ্যক্রম প্রস্তুত করতে হবে উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা গঠিত কমিটি দিয়ে। কমিটির প্রতিটি সদস্যকে হতে হবে মানবতা চেতনাসম্পন্ন। তাদের মনে রাখতে হবে, দেশের অধিকাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে। বারবার পাঠ্যক্রম পরিবর্তন করা যাবে না। ব্যবসা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হতে হবে। প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে মেধাবী, নিরপেক্ষ ও দক্ষ প্রশাসক হতে হবে। তাদের ন্যায়পরায়ণ সমদর্শী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষক ছাত্রদের নিজ সন্তান মনে করে শিক্ষাদান করবেন। শ্রেণীকক্ষে পাঠদান করে পাঠ প্রস্তুত করিয়ে নিতে হবে। প্রতি মাসে অন্তত একটি পরীক্ষা গ্রহণ করতে হবে। প্রতি মাসে শিক্ষকদের একবার অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হতে হবে। তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা শুনতে হবে এবং অসুবিধা থাকলে তা নিরসনের চেষ্টা করতে হবে। সিলেবাস কমিটিকে মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী দরিদ্র ঘরের ছাত্রছাত্রীকে পরীক্ষায় ভাল ফল করতে হলে ৫/৬ জন প্রাইভেট টিউটরের কাছে পড়তে হবে। তাতে প্রায় মাসে ১২/১৪শ' টাকা প্রয়োজন। কিন্তু যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায়, তারা এ টাকা কোথায় পাবে? এদের মধ্যে অনেক মেধাবী ছাত্রছাত্রী আছে। সুযোগের অভাবে তাদের ভবিষ্যৎ জীবন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ স্বাধীন দেশের প্রতিটি নাগরিকের উপযুক্ত শিক্ষা লাভের অধিকার আছে। সে অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তাই বারবার পাঠ্যক্রম বদল করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এতে বইপুস্তক কেনার খরচ কম হবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রাইভেট টিউশনি করা বন্ধ করতে হবে। তারা তাদের প্রাইভেটে ছাত্রছাত্রীদের যেমন পড়ান; শ্রেণীকক্ষে সেভাবে পড়াবেন।

আমাদের অধিকাংশ নেতা নেত্রী তাঁদের ছেলেমেয়েদের বিদেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল-কলেজে পড়ান। তাই এদেশের স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু চিন্তা-ভাবনা তারা করেন বলে মনে হয় না। সরকার শিক্ষা খাতে অনেক টাকা বরাদ্দ করে থাকেন। কিন্তু সেসব অর্থের ছাত্র-শিক্ষকের উন্নয়নে তথা শিক্ষার উন্নয়নে অতি ক্ষুদ্র অংশই ব্যয় করা হয়। তার সিংহভাগ অপব্যয় হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গুণগতমান বেসরকারি বিদ্যালয়ের গুণগতমান অপেক্ষা বেশি। আমার মনে হয়, এটা সম্পূর্ণ সত্য না। এটা নিয়োগ বাণিজ্য বন্ধ হলে একেবারেই থাকবে না। টাকার জোরে ও মামা-খালুর জোরে অধিকাংশ ক্ষেত্রে গণ্ডমূর্খও শিক্ষকের তালিকাভুক্ত হয়ে যাচ্ছে। তবুও সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফল দেখলে বোঝা যায়, বেসরকারি বিদ্যালয়ের ফলাফল তুলনামূলকভাবে ভাল। যা হোক শিক্ষকদের বেতন বৈষম্য দূর হলে অনেক মেধাবী শিক্ষক বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতা পেশা বেছে নিতে আগ্রহী হবেন। সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা।

[লেখক : সিনিয়র শিক্ষক (অব.), সম্মিলনী ইনস্টিটিউশন, যশোর]